সমকাল

তারিখ ... 19 APR 2017
পৃষ্ঠা ... ৬ ... কলাম ... ৬

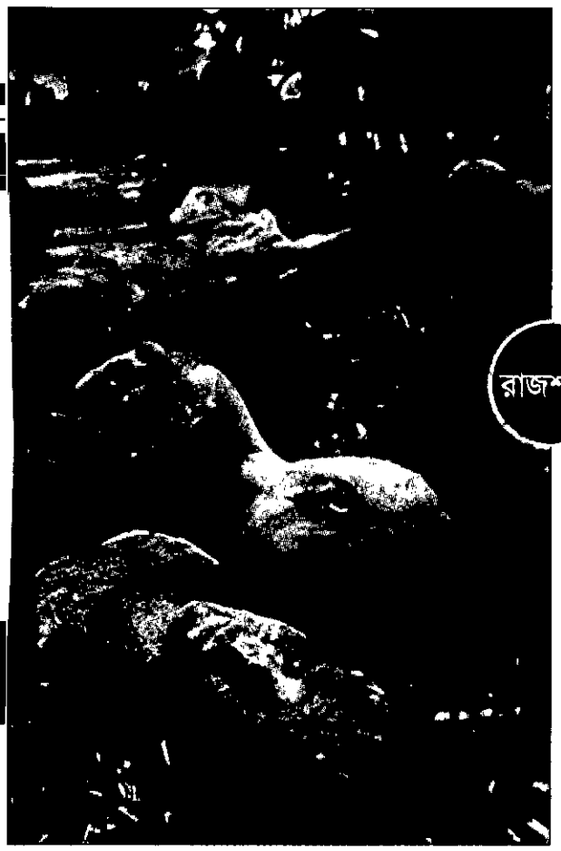

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা অনুষদের উন্মুক্ত স্থানে মঙ্গলবার এভাবেই ভাস্কর্য এলোমেলো করে রাখা হয় ■ সমকাল

শিল্পকর্মের অবমাননা করে প্রতিবাদ

রাজশাহী

■ রাজশাহী ব্যুরো ও রাবি প্রতিনিধি

'দাবি আদায়ের' জন্য রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা অনুষদের কয়েকজন শিক্ষার্থী যে ভাষায় প্রতিবাদ করেছেন, তাতে আপত্তি তুলেছেন সেখানকারই শিক্ষক-শিক্ষার্থীরা। তারা তাদের শাস্তি দাবি করেছেন। 'অরক্ষিত' চারুকলা অনুষদ ও ভাস্কর্যগুলোকে 'সুরক্ষিত' করতে কয়েকজন শিক্ষার্থী গত সোমবার গভীর রাতে সেখানকার ভাস্কর্যগুলো উল্টে এলোমেলো করে মাটিতে ফেলে রেখেছিলেন। গতকাল মঙ্গলবার সাত শিক্ষার্থী এর দায় স্বীকার করে বলেন, 'দাবি আদায় করতে প্রতিবাদের ভাষা হিসেবে আমরা প্রায় ৩০ জন এ কাজ করেছি।' তবে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেক শিক্ষক ও সাধারণ শিক্ষার্থী বলছেন, তাদের প্রতিবাদের ভাষায় ভুল রয়েছে। রাতের অন্ধকারে দুর্বৃত্তদের মতো ভাস্কর্য তছনছ করে বরং দাবিকে হালকা করে ফেলা হয়েছে। তাছাড়া শিল্পকর্মকেও গুরুত্বহীন বিবেচনা করা হয়েছে। 'প্রতিবাদকারী' শিক্ষার্থীরা অবশ্য পরে যথাস্থানে ভাস্কর্যগুলো স্থাপন করে অনুষদ কর্তৃপক্ষের কাছে ক্ষমা চেয়েছেন। ■ পৃষ্ঠা ১৩ : কলাম ৬

শিল্পকর্মের অবমাননা করে

[তৃতীয় পৃষ্ঠার পর]

গতকাল দুপুর ২টার দিকে অভিযুক্ত শিক্ষার্থীরা অনুষদের অধিকর্তা ও ভাস্কর্য বিভাগের সভাপতির কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে পুনরায় ভাস্কর্যগুলো আগের স্থানে সাজিয়ে রাখেন। এ সময় সাত শিক্ষার্থী এ কাজের সঙ্গে জড়িত বলে স্বীকারোক্তি দেন। তারা এ ধরনের কাজ আর করবেন না বলেও অঙ্গীকার করেন।

এদিকে, এ ঘটনার প্রতিবাদে মঙ্গলবার দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে বিক্ষোভ মিছিল করেছে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রলীগ। মিছিল শেষে সংক্ষিপ্ত সমাবেশে ছাত্রলীগের নেতারা বলেন, 'এ ঘটনার সঙ্গে জড়িতদের দ্রুত শাস্তি দিতে হবে। বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন তা না করলে কঠোর আন্দোলন গড়ে তুলবে ছাত্রলীগ।' গতকাল মঙ্গলবার সকালে শিক্ষক-শিক্ষার্থীরা চারুকলায় এসে উন্মুক্ত স্থানে থাকা ভাস্কর্যগুলোকে মাটির ওপর যেখানে-সেখানে উল্টেপাল্টে পড়ে থাকতে দেখে বিস্মিত, স্তব্ধ এবং ক্রুদ্ধ হন। সরেজমিন সকাল ১০টার দিকে চারুকলায় গিয়ে দেখা যায়, শিক্ষার্থীদের নির্মিত একটি পালকি উল্টে পড়ে আছে। ভাস্কর্যগুলোকে রাস্তার ওপর উল্টেপাল্টে রেখে দেওয়া হয়েছে। বেলা ১১টার দিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যবস্থাপনা বিভাগের অধ্যাপক ও নাট্যজন অধ্যাপক মলয় ভৌমিক ঘটনাস্থল দেখার পর বলেন, 'কোনো মৌলবাদী অপশক্তি নিজেদের অবস্থান জানাতে এ ঘটনা ঘটাতে পারে।' তবে এর খানিকক্ষণ বাদেই বেলা সোয়া ১১টার দিকে গণমাধ্যম কর্মীদের কাছে এসে দুই শিক্ষার্থী এর দায় স্বীকার করেন। দুই শিক্ষার্থী সাংবাদিকদের জানান, বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা অনুষদ অরক্ষিত। কোনো প্রাচীর নেই। তাই দুর্বৃত্তরা ঢুকে প্রায়ই শিক্ষার্থীদের মারপিট ও নেশা করার মতো নানা কাজ করে। তাছাড়া এই ভাস্কর্যগুলোও সুরক্ষিত নয়। যে কেউ এসব ভাস্কর্য নষ্ট করতে পারত। তাই তারা প্রায় ৩০ শিক্ষার্থী রাতে কাজ শেষ করে ফেরার সময় এ কাজ করেছেন। শিক্ষার্থী ইউসুফ আলী স্বাধীন বলেন, 'দিনের বেলা এ কাজ করলে শিক্ষকরা বাধা দিতেন। রাতে করার কারণে কাজটি অনেক বেশি ফোকাস পেয়েছে। সব সাংবাদিক এসেছেন। এখন বিশ্ববিদ্যালয়ের টনক নড়বে।' এ সময় তাদের প্রতিবাদের ভাষায় ভুল আছে জানিয়ে অধ্যাপক মলয় ভৌমিক আপত্তি করলে ওই দুই শিক্ষার্থী তার ওপর চড়াও হয়ে কথা বলেন।

চারুকলা অনুষদের অধিকর্তা অধ্যাপক মো. মোস্তাফিজুর রহমান বলেন, 'শিল্পকর্ম বা ভাস্কর্য উল্টিয়ে কখনও প্রতিবাদ হতে পারে না। ঘটনাটি মৃৎশিল্প ও ভাস্কর্য বিভাগকেন্দ্রিক। এ ব্যাপারে জরুরি মিটিং করে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।' এ বিষয়ে মৃৎশিল্প ও ভাস্কর্য বিভাগের সভাপতি অধ্যাপক মোস্তফা শরীফ আনোয়ার বলেন, 'আমরা এ ঘটনার নিন্দা জানাচ্ছি। যারা এ ঘটনার সঙ্গে জড়িত তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের কাছে সুপারিশ করব। প্রশাসনকেও বিষয়টি জানানো হয়েছে। বর্তমানে যেহেতু বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাচার্য ও উপ-উপাচার্য নেই, তাই এখন দ্রুত কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে না।'

এ ব্যাপারে বিশ্ববিদ্যালয় প্রক্টর অধ্যাপক মজিবুল হক আজাদ খানকে ফোন করা হলে তিনি বলেন, 'এ বিষয়ে আমাকে অফিসিয়ালভাবে কিছু জানানো হয়নি। বিষয়টি আমি শুনেছি। আনুষ্ঠানিকভাবে জানানো হলে ব্যবস্থা নেওয়া হবে। আমাকে জানানো না হলে কিছু করতে পারব না।'

শিক্ষার্থীদের এমন আচরণে ক্ষোভ জানিয়ে চারুকলা অনুষদের অধ্যাপক সিদ্ধার্থ তালুকদার বলেন, 'এটা ভয়ঙ্কর, জঘন্য ও নিন্দনীয় কাজ। যে-ই করুক, দেশে এটা একটা ভুল বার্তা পৌঁছে দিয়েছে। এটা একটি পক্ষকে ইন্ধন জোগাবে। তারা যেভাবে উচ্চকণ্ঠে যৌক্তিকতা দেখাচ্ছে, আমি মনে করি সেটা ভুল। যথাযথ কর্তৃপক্ষকে এ বিষয়ে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানাচ্ছি।'

অধ্যাপক ও নাট্যজন মলয় ভৌমিক বলেন, 'এটা আন্দোলনের ও প্রতিবাদের ভাষা হতে পারে না। শিল্পকর্মকে অবহেলা করা হচ্ছে বলে শত শত শিল্পকর্মকেই মাটিতে ফেলে দেওয়া হয়েছে। এতে শিল্পকর্মকে অপমান করা হয়েছে। এ ধরনের কাজের ফলে মানুষ বিভ্রান্ত হবে।'

শিক্ষার্থী আফরুকুন নাহার তানিয়া বলেন, 'গুটিকয়েক শিক্ষার্থী এ কাজ করেছে। এর দায় পুরো চারুকলা বিভাগের শিক্ষার্থীরা নেবে না।' শিক্ষার্থীরা জানান, 'যারা এ কাজ করেছে, তারা একাধিক শিল্পীর শিল্পকে অপমান করেছে। তারা দাবি আদায়ের জন্য মানববন্ধন করতে পারত, ধর্মঘট করতে পারত। কিন্তু শিল্পকে এভাবে মাটিতে ফেলে দিতে পারে না।'

ব্যানবেইস
পরিচালকের কার্যালয়
প্রাপ্তি নং.....................
তারিখ.....................
চীফ, পরিসংখ্যান বিভাগ
চীফ, ডি.এস.পি বিভাগ
সিস্টেম এনালিস্ট
সিস্টেম ম্যানেজার
প্রশাসনিক কর্মকর্তা
পি.এ.
কার্যার্থে/জ্ঞাতার্থে
স্বাক্ষর